দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনার প্রেক্ষিতে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে। কমিশনের প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান ৫০ কার্যদিবস শেষে ছাত্র-শিক্ষকসহ ১০৪ জনের সাক্ষ্য ও পরামর্শ গ্রহণসাপেক্ষে এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করেন। রিপোর্টে ২০-২২ আগস্টের অপ্রীতিকর ঘটনাকে তিন ধাপে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, ২০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের প্রথম ঘটনাটি ছিল খুবই আকস্মিক। দ্বিতীয় ধাপে আবেগের বশবর্তী হইয়া সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের নামান্তর। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা যুক্ত হয় এবং শিক্ষকদের বিবৃতি, বক্তৃতা ও ১৪ দফা ঘোষণার মধ্য দিয়া আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। এক সময় জরুরি অবস্থা তুলিয়া লইবার দাবিটি ছিল রাজনীতিমনস্ক শিক্ষকদের, ছাত্রদের নয়। ইহার পর সুপরিকল্পিতভাবে ক্যাম্পাসের ঘটনাকে বাহিরে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

কমিশনের রিপোর্ট ১৫০ পৃষ্ঠার হইলেও মূল রিপোর্ট রহিয়াছে ১৩০ পৃষ্ঠা জুড়িয়া। ইহাতে ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ ও দোষীদের চিহ্নিতকরণ ছাড়াও এসব ঘটনা ভবিষ্যতে যেন আর না ঘটে সেজন্য ৩০টি সুপারিশ করা হইয়াছে। সুপারিশগুলির মধ্যে রহিয়াছে লেজুড়বৃত্তির ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ, '৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তাবাহিনী গঠন, ছাত্র-শিক্ষকদের গলায় পরিচয়পত্র ঝুলাইয়া রাখার বিধান, ভিসি ও ভিন নিয়োগে শক্তিশালী সার্চ-কমিটি গঠন, বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন বোর্ড গঠন, ডাকসু ও হল ইউনিয়ন চালু, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বিধিমালার সংশোধন, কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের বিষয়ে নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন প্রভৃতি। কমিশনের এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সত্যিকারের সুস্থ শিক্ষা ও শান্তির পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বিশেষ করিয়া আমরা অগ্রাধিকার ও জরুরি ভিত্তিতে তিনটি সুপারিশ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাই। প্রথমত লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির ব্যাপারে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। এ নিয়ে আমাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি যে ছাত্র-শিক্ষকের নেতিবাচক দলীয় রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সংকটকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যযুগের দুর্গ দখলের ন্যায় হল দখল ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী ও অগর্হিত কার্যকলাপ ছাত্ররাজনীতিকে করিয়াছে কলংকিত। অন্যদিকে একশ্রেণীর শিক্ষকের দলাদলি, অধিক মাত্রায় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি ও পাঠদানের চাইতে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ সিদ্ধি প্রভৃতি গুরুত্ব পাওয়ায় সমগ্র শিক্ষক সমাজের ভূমিকা হইয়াছে প্রশ্নবিদ্ধ।

হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্র নেতা ও শিক্ষকের নিকট হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও সাধারণ শিক্ষক সমাজ জিম্মি হইয়া থাকিতে পারে না। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হইল, অধিকারভিত্তিক আন্দোলন ও রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি এক কথা নয়। দলীয় রাজনীতি করার জায়গা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইবে কেন? কেনই বা দলীয় রাজনীতির বিষ-বাষ্প কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়াইয়া গরীব দেশের শিক্ষার্থী সমাজকে অপশিক্ষা, সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। আসলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দুনিয়ার আর দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ক্যাম্পাস রাজনীতিই থাকা প্রয়োজন, দলীয় রাজনীতি'র লেজুড়বৃত্তি নয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ৫৬ (২) ধারা এবং ১৯৭৬ সালের 'পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশন' দ্বারা সরাসরি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও লেজুড়বৃত্তির পথ উন্মোচিত হয়। বিশেষ করিয়া ৫৬(২) ধারায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানকারী যে কোন ব্যক্তি তাহার ইচ্ছামাফিক যে কোন সংগঠনের সঙ্গে যোগ দিতে পারিবে।' তাই এই ধরনের অর্ডিন্যান্স ও পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশনের সংশোধন অতীব জরুরি হইয়া পড়িয়াছে।

আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। শিক্ষা ও গবেষণার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা বিধান জোরদার করিতে হইবে। এজন্য কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ক্যাম্পাস পুলিশ বাহিনী গঠনে এখনই সক্রিয় হইতে হইবে। এই বাহিনী হইবে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এবং ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকদের মর্যাদা ও প্রত্যাশার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাহারা শুধু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও অন্যান্য প্রকৃত অপরাধীদের ক্ষেত্রে কঠোর মনোভাবসম্পন্ন হইবেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য সর্বদাই হইবেন বন্ধু ভাবাপন্ন ও সহযোগী। মোটকথা, তাহারা বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ক্যাম্পাসে কমিউনিটি পুলিশের ন্যায় ভূমিকা পালন করিবেন।

ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস পুলিশ রাখা সুপারিশ অনুমোদিত হইলেও তদানীন্তন ভিসি সাহেব ইহার বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ নেই। শুধু বিশেষ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া কথা নয়, প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরাই সর্বদা কেমন যেন ক্ষমতাসীন সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া শিক্ষা-পরিবেশ সুষ্ঠু করার উদ্যোগ নেওয়ার বদলে রাজনৈতিক সরকারের আদেশ নির্দেশকে বড় করিয়া দেখেন। বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিদের অবস্থান বহু উচ্চে। তাহাদের শুধু চাকরি করা মানায়। শিক্ষার স্বার্থে সচেতন এবং বিবেকসিদ্ধ ভূমিকা নিতেও সচেষ্ট হওয়া উচিত। ক্যাম্পাস-পুলিশের সুপারিশটি কার্যকর হউক। ইহা শিক্ষা-পরিবেশ সুস্থ ও সুষ্ঠু করিতে কল্যাণপ্রসূ অবদান রাখিবে বলিয়া আমরা মনে করি।